অভিসরণ
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue I, January 2026, PP. 69-77
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027

বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ধারায় বিশ শতকের দুই গোয়েন্দা — ব্যোমকেশ বক্সী ও পি. কে. বাসু

অসীমা সাহু
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ডিটেকটিভ কাহিনীর যথার্থ উৎপত্তি হয়েছিল পুলিশী ব্যবস্থার প্রবর্তনের পরেই। ফরাসী ও ইংরেজি সাহিত্যের পরেই বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনী রচনা শুরু হয়। পুলিশী ব্যবস্থা ফরাসী দেশে প্রথম চালু হয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, নেপোলিয়নের সময়। তারপর ব্রিটেনে ও ভারতে পুলিশী ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় উনিশ শতকের তিনের দশকে। তাই, পুলিশী ব্যবস্থা প্রচলনের আগে লেখা কোনো গোয়েন্দা কাহিনী জাতীয় রচনাকে আধুনিক অর্থে ডিটেকটিভ কাহিনী বলা যায় না| তবে বৈদিক সাহিত্যেও ক্রাইম কাহিনীর বীজ নিহিত আছে। বৈদিক 'তায়ু' (স্তায়ু) শব্দের মানে চোর| এই শব্দটি প্রাচীন ইরাণীয় আবেস্তাতেও আছে। 'তায়ু' শব্দের প্রায় সমান প্রাচীন এবং মানের দিক থেকে সমগোত্রীয় আরেকটি শব্দ 'স্পশ্' (মানে ডিটেকটিভ, গুপ্তচর, দূত) ঋগ্বেদে পাওয়া গেছে। দুটি শব্দই মূল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা থেকে এসেছে। অধ্যাপক, সমালোচক সুকুমার সেনের মতে—

> "ইংরেজীতে এই শব্দটি রূপ নিয়েছে 'স্পাই'| সংস্কৃত ভাষায় শব্দটি দৈবাৎ পাওয়া যায়, তবে সাধারণত অ-কারান্ত 'স্পশ' রূপে। শব্দটি ইরাণীয় শাখার মধ্য দিয়ে ফারসী থেকে বাংলায় হয়েছে 'সেপাই', আর ইংরেজীতে হয়েছে 'Sepoy'|"[১]

ক্রাইম কাহিনীর ধারা— সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তে একটি গোয়েন্দা গল্পের ছায়া রয়েছে। বৈদিক কাহিনীর পাত্রপাত্রীরা প্রায় সবাই দেবতা। তাই এই কাহিনী দেবতা সমাজেই ঘটেছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। ঋগ্বেদে যে সময়ের কথা বর্ণিত হয়েছে সে সময়ে মানুষ যাযাবর এবং পশুপালক ছিল। গরুই ছিল সে যুগের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ| 'পণি' নামে একদল বিদেশী ডাকাত বা বেনে দেবতাদের গরু চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। দেবতারা তাদের চুরি যাওয়া গরুর খোঁজে 'সরমা' নামে এক কুক্কুরীকে নিয়োগ করেছিলেন। সরমা খোঁজ করতে করতে পণিদের কাছে পৌঁছয়। ঋগ্বেদের এই সূক্তে পণিদের সর্দারের সঙ্গে সরমার কথোপকথন বর্ণিত আছে। সরমা ফিরে গিয়ে দেবতাদের কাছে গরুর সন্ধান দেয়। দেবতারা সরমা-নির্দেশিত পথে গিয়ে হারানো গরু উদ্ধার করেন। লক্ষণীয় বিষয়, গোয়েন্দাকর্মে কুকুরের নিয়োগ। ঋগ্বেদের যুগের যাযাবর মানুষেরা কুকুর পুষত এবং কুকুরের কাজ ছিল তাদের পশুদের রক্ষা করা। ঋগ্বেদের পরবর্তীকালে গদ্যে রচিত 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক'-এ গোয়েন্দা গল্পের একটি নিদর্শন আছে— অগ্নি ও তার তিন ভাইয়ের গল্প। দেবতাদের হব্য বইতে বইতে বড়ভাইদের দুর্দশা দেখে অগ্নি ভয় পেয়ে জলের ভেতরে লুকিয়ে পড়ে। তখন, মাছ দেবতাদের কাছে অগ্নির সন্ধান জানিয়ে দেয়। অপরের

সহায়তায় হারানো ব্যক্তির সন্ধান পাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে এখানে।

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে মহাভারত-এ একটি চমৎকার ক্রাইম কাহিনীর দেখা মেলে। কৌরব-পাণ্ডবদের কৈশোরকালে দুর্যোধনরা ভীমকে বিষ খাইয়ে মারার চক্রান্ত করে। সে বিপদ থেকে ভীম রক্ষা পাওয়ার কিছুকাল পরে বারণাবতে পঞ্চপাণ্ডবসহ তাদের মা কুন্তীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে কৌরবেরা। সেই চক্রান্তও অবশ্য ব্যর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সুকুমার সেন বলেছেন—

> "যাই হোক, এই প্রাচীন গল্পটি যে আধুনিক বিলিতি ক্রাইম কাহিনীর খুব কাছাকাছি এসেছে তাতে সন্দেহ নেই।"[২]

এছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ইত্যাদি গ্রন্থের নীতিকথামূলক গল্পগুলির মধ্যেও অপরাধ ও অপরাধীকে খুঁজে বের করার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন— 'ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধি কথা'। পালি ভাষায় রচিত জাতক মালার কাহিনী কিংবা প্রাকৃতে রচিত জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতেও অনেক ক্রাইম কাহিনীর দৃষ্টান্ত মেলে। ভারতীয় আর্যভাষার আধুনিক স্তরের মধ্যে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাগানেও রয়েছে চোর এবং চোর-ধরার প্রসঙ্গ। একটি গানে রয়েছে— 'যো সো চৌর সোই দুষাধী'— অর্থাৎ যে চোর সেই চোর-ধরা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীতে দৌঃসাধিক কোটালের চরিত্রটিতে আধুনিক গোয়েন্দা চরিত্রের ছাপ আছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনী রচনা শুরু হয়েছিল ফরাসী ও ইংরেজি সাহিত্যের পরে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রথম প্রাণবন্ত ডিটেকটিভ চরিত্র সৃষ্টি করলেন এড্গার অ্যালানপো। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা মঁসিয়ে দুপ্যাঁ। এরপর ব্রিটেনের লেখক স্যার আর্থার কোনান ডয়েল সৃষ্টি করলেন জগদ্বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস্'কে। তাঁর সমকালের পাঠকেরা বিশ্বাস করতেন হোমস্ রক্তমাংসের মানুষ, কাল্পনিক চরিত্র নয়। গোয়েন্দা কাহিনীর লেখিকাদের মধ্যে ডেম আগাথা ক্রিস্টি অন্যতম সাহিত্যিক। এরকিটল পোয়ারো, মিস্ মার্পল, মিঃ কুইন, পার্কার পাইন— তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র। বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পকে পাঠকের দরবারে জনপ্রিয় করেছিলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫ - ১৯৪৭)। ইনি কলকাতা ডিটেকটিভ পুলিশে তেত্রিশ বছর ধরে কাজ করেছেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁর কর্মজীবনের নানা অভিজ্ঞতা তিনি পাঠকের দরবারে পরিবেশন করলেন 'দারোগার দপ্তর' মাসিক পত্রিকায়। প্রিয়নাথের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় তাঁর অবসর গ্রহণের সময়েও পত্রিকাটি চালু ছিল। মাসিক কিস্তিতে লেখা এই সিরিজে মেট ২০৬ টি কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প— 'বনমালী দাসের হত্যা', 'দীর্ঘকেশী', 'জুয়াচোরের তীর্থযাত্রা', 'চোরের গাড়ি চড়া', 'চোরে চতুরে', 'রত্নদন্তিকা', 'মণিপুরের সেনাপতি', 'রাজাসাহেব' ইত্যাদি, 'দারোগার দপ্তর' শুধু শহরে নয়, গ্রামেও জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলায় রীতিমত গোয়েন্দা ও তার সহকারীর চরিত্র সৃষ্টি করলেন পাঁচকড়ি দে। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা 'দেবেন্দ্রবিজয়' এবং সহকারী 'অরিন্দম'। বাংলা গোয়েন্দাকাহিনী জগতে এই কারণে লেখক পাঁচকড়ি দে বিশেষ স্থানাধিকারী। তাঁর লেখা 'মায়াবিনী', 'সেলিনাসুন্দরী', 'নীল বসনা সুন্দরী' ইত্যাদি উপন্যাসে 'দেবেন্দ্রবিজয়' গোয়েন্দা। এছাড়াও তিনি 'কীর্তিচন্দ্র' ও 'গোবিন্দরাম' নামে আরো দু'জন ডিটেকটিভ চরিত্র সৃষ্টি করেন। এমনকি, পাঁচকড়ি দে'র নামে প্রকাশিত 'হরতনের নওলা' কোনান ডয়েলের 'দি সাইন অফ ফোর' বইটির অনুবাদ, শার্লক হোম্সের গল্পের প্রথম বাংলা অনুবাদ।

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা গল্পের ধারায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর লেখা ডিটেকটিভ গল্পে দুটি নতুন বিষয় আনলেন— ১) ডিটেকটিভ ভাবনায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঞ্চার, ২) 'ত্রিশূল'

ডিটেকটিভ কল্পনা – অর্থাৎ গোয়েন্দা এবং তার দুই সাহায্যকারী। সাহায্যকারীদের একজন তার বন্ধুস্থানীয়, আরেকজন সহায়ক পুলিশকর্মী। পরবর্তীকালের অনেক গল্পেই এরকম ত্রিশূল গোয়েন্দার দেখা মেলে। হেমেন্দ্রকুমারের অধিকাংশ গল্পে গোয়েন্দা জয়ন্ত, সহচর মানিক এবং পৃষ্ঠপোষক সুন্দরবাবুর দেখা মেলে। 'জয়ন্তর কীর্তি', 'মানুষ পিশাচ', 'শনিমঙ্গলের রহস্য', 'সাজাহানের ময়ূর', 'পদ্মরাগ বুদ্ধ'— ইত্যাদি কাহিনীতে এই ত্রিশূল গোয়েন্দার কীর্তিকলাপের পরিচয় রয়েছে। এছাড়াও এই কাহিনীগুলিতে অপরাধীরা যেসব নতুন উপায় অবলম্বন করেছেন এবং গোয়েন্দা জয়ন্ত যেসব পদ্ধতিতে সেইসব অপরাধের রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন সেসবই আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানসম্মত। গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক হিসেবে নীহাররঞ্জন গুপ্ত অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা কিরীটি রায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় অপরাধীকে চিহ্নিত করেন। বন্ধু সুব্রত রায় তাঁর সহকারী। বেশিরভাগ গল্প তাঁরই জবানীতে লেখা। অবশ্য কিছু কিছু গল্প কিরীটি নিজেই শুনিয়েছেন পাঠকবর্গকে। গোয়েন্দা গল্পের যা মূল বৈশিষ্ট্য— শেষপর্যন্ত সাসপেন্স বজায় রাখা— নীহাররঞ্জনের গল্পে তা বিশেষভাবে দেখা যায়। পাঠক রুদ্ধশ্বাসে গল্পের শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ে দেখেন তাঁর ধারণাকে ভ্রান্ত করে দিয়ে কিরীটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একজনকে অপরাধী হিসেবে প্রমাণ করে দিলেন। তবে শুধু তীক্ষ্ণধী গোয়েন্দাই নয়, নীহাররঞ্জনের সৃষ্ট 'কালো ভ্রমর' চরিত্রটি অপরাধী জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন। তাঁর লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— 'বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল', 'রক্তলোভী নিশাচর', 'ড্রাগন', 'মরণের মুখোমুখি', 'মরণের হাতছানি', 'অদৃশ্য কালো হাত', 'মৃত্যুবান', 'ছিন্নমস্তার খড়্গ' ইতাদি।

বিশ শতকের গোয়েন্দা গল্পে গুরু-শিষ্য :

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনী চিরস্থায়ী আসন লাভ করার একটি অন্যতম কারণ –তীক্ষ্ণধী গোয়েন্দার আবির্ভাব। সেই গোয়েন্দা যখন বাইরে থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে সমস্যার সমাধান করে দিয়ে বিদায় নিল না, যে যখন কাহিনীর মধ্যে একটি চলমান চরিত্র হয়ে উঠল, ক্রমশ তার ব্যক্তিগত জীবন-পারিবারিক জীবন যখন গল্পে ধরা পড়লো তখন সেও পাঠকমনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করলো। বাংলা সাহিত্যে অজস্র গোয়েন্দা চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। যেমন— শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা, নারায়ণ সান্যালের পি.কে. বাসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু, বুদ্ধদেব গুহের খাজুদা, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন মাসি, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শবর প্রমুখ। গোয়েন্দাদের মধ্যে ব্যোমকেশ বক্সী প্রতিনিধিস্থানীয়। তার গোয়েন্দা সত্ত্বা ব্যতিরেকে একজন সাধারণ সাংসারিক মানুষ হিসেবেও আমরা প্রথম তাঁকেই দেখেছি। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমকেশ বক্সীকে নিয়ে তাঁর প্রথম গল্পটি লিখলেন 'বসুমতী' পত্রিকায়— 'পথের কাঁটা' (৭ই আষাঢ়, ১৩৩৯)। দ্বিতীয় গল্প 'সীমন্ত হীরা' লিখবার পরে ব্যোমকেশের জনপ্রিয়তা দেখে তাকে নিয়ে সিরিজ লেখার পরিকল্পনা করেন। তাঁর নিজের কথায়—

> "তখন 'সত্যান্বেষী' গল্পে ব্যোমকেশ চরিত্রটিকে এসট্যাবলিস করি।"

ব্যোমকেশের কাহিনীগুলি বেশিরভাগই তার সহচর-সহকারী অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে লেখা। ব্যোমকেশ-অজিতের যুগলবন্দীতে একের পর এক কাহিনী পাঠকের দরবারে উপস্থিত হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'মগ্ন মৈনাক', 'দুর্গরহস্য', 'চিত্রচোর', 'চিড়িয়াখানা', 'শজারুর কাঁটা', 'কহেন কবি কালিদাস', 'বেণীসংহার' ইত্যাদি ব্যোমকেশের প্রথম চারটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'ব্যোমকেশের ডায়েরী' (১৯৪০) গ্রন্থের ভূমিকাতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "ডিটেকটিভ গল্প সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে— যেন উহা অন্ত্যজ শ্রেণীর সাহিত্য। আমি তাহা মনে করি না। Edgar Allan Poe, Conan Doyle, G. K. Chesterton যাহা লিখিতে পারেন, তাহা লিখিতে অন্তত আমার লজ্জা নাই।"[৩]

পরপর দশটি গল্প লেখার পর লেখকের মনে হয় পাঠকদের ব্যোমকেশকে আর ভালো লাগবে না, তিনি গোয়েন্দা গল্প লেখা বন্ধ করেন। প্রায় পনেরো বছর পর নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যোমকেশের প্রতি উৎসাহ দেখে তিনি পুনরায় ব্যোমকেশকে ফিরিয়ে আনেন। ব্যোমকেশের কীর্তি নিয়ে মোট বত্রিশটি গল্প তিনি লিখেছেন। আর একটি গল্প অসম্পূর্ণ রেখেই লেখকের কলম চির স্তব্ধ হয়ে গেছে। পূর্বসূরী ব্যোমকেশ বক্সীকে সশ্রদ্ধ স্মরণ করে তাঁরই উপযুক্ত উত্তরসূরী পি. কে. বসু লিখলেন—

> "পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম
> ব্যোমকেশ বক্সী মশাই,
> তোমার কীর্তি কাহিনি আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জেনেছি কয়েক দশক ধরে। গোয়েন্দা-কাহিনিকে তুমি ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের সমপর্যায়ে উন্নীত করেছিলে। মৈনাককে তুমি মগ্ন হয়ে থাকতে দাওনি, দুর্গের রহস্য তুমি ভেদ করেছিলে, চিড়িয়াখানার কলকাকলীতে তুমি বিভ্রান্ত হওনি, শজারুর কাঁটা কার হৃৎপিন্ডের কোন দিকে বিদ্ধ হচ্ছে তা একমাত্র তোমারই নজরে পড়েছিল। তুমি গোয়েন্দা নও, তুমি ছিলে সত্যান্বেষী! ৺অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে তুমি আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেলে চিরদিনের জন্য! তাই তোমাকেই স্মরণ করছি সর্বাগ্রে।
> গ্রন্থকারের তরফে
> পি.কে. বাসু, বার-এ্যাট-ল
> ২/১০/১৯৭৪"[৪]

'পি.কে. বাসু, বার-এ্যাট-ল'— সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল সৃষ্ট চরিত্র, পেশায় ক্রিমিনাল ল-ইয়ার, আদালত কক্ষে সত্য-অসত্যের দ্বন্দ্বে আপন প্রতিভা বলে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন বার বার। ব্যোমকেশের মতোই তিনিও সত্যান্বেষী— সত্যকে অন্বেষণ করেন। বাংলা গোয়েন্দা গল্পের জগতে ব্যারিস্টার পি.কে. বাসুর আবির্ভাবের কারণ হিসেবে স্রষ্টা নারায়ণ সান্যাল লিখেছেন—

> "ব্যোমকেশ চিরতরে অবসর নিয়েছেন। অজিতবাবুর কলম আজ স্তব্ধ, বাংলা সাহিত্যের একটা দিক ফাঁকা হয়ে গেল। সেই গুরুতর অভাবটা পূরণ করতে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিমান কোনও সাহিত্যিক অগ্রসর হয়ে আসছেন না। কিরীটী, পরাশর বর্মা প্রভৃতিরাও এখন আত্মগোপন করে রয়েছেন। যেন মনে হচ্ছে এই দশকের বাংলাদেশে খুন-জখম-রাহাজানি সব বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রিমিনালরা বুঝি সব কারা পাচীরের ওপারে— মিসায় আটক পড়েছে! ফলে এই অক্ষম প্রচেষ্টা— 'পি.কে. বাসু সিরিজ' এর অবতারণা।"[৫]

ক্রিমিনাল ল-ইয়ার পি. কে বাসুকে নিয়ে লেখক নারায়ণ সান্যাল-এর প্রথম উপন্যাস 'নাগচম্পা' (অক্টোবর, ১৯৬৯)। এই উপন্যাসটিকে তিনি কাঁটা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করেননি, তাঁর নিজের কথায় এটি কাঁটা সিরিজের ট্রায়াল বল— এলেবেলে খেলা। কাঁটা সিরিজের প্রথম গল্প 'সোনার কাঁটা' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪-এ। মোট ২৩টি গল্প লিখেছেন, শেষ গল্প 'হরিপদ কেরানির কাঁটা' প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। ছয়টি খণ্ডে গল্পগুলি বিন্যস্ত— 'কাঁটায় কাঁটায় : এক' থেকে 'কাঁটায় কাঁটায় : ছয়' পর্যন্ত। প্রথম খণ্ডের উৎসর্গ পত্রে স্রষ্টা নারায়ণ সান্যাল লিখেছেন—

"গোয়েন্দাকাহিনিকে যিনি
উন্নতমানের কথাসাহিত্যে
রূপায়িত করেছেন সেই
জাদুকর সাহিত্যিক
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে
সশ্রদ্ধ তর্পণান্তে"[৬]

পরবর্তী স্রষ্টা তাঁর পূর্ববর্তী স্রষ্টাকে সশ্রদ্ধ স্মরণ করেছেন, পরবর্তীকালে সৃষ্ট চরিত্র তাঁর পূর্ববর্তী কালে সৃষ্ট চরিত্রকে সশ্রদ্ধ স্মরণ করেছেন— স্বাভাবিকভাবেই দুই স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র তৈরী হয়—

প্রথমত, কাহিনীগত দিক থেকে দুই লেখকই যেমন মৌলিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন তেমনি বিদেশি গল্পের প্লটের দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে শরদিন্দুবাবু প্লট সংগ্রহের বিষয়ে জানান— অনেক ভেবে, খবরের কাগজ থেকে, ইংরেজি গল্প থেকে তিনি আইডিয়া পান। তারপর তা নিয়ে ভাবতে থাকেন। তারপর গল্পের প্রথম লাইন মাথায় এসে গেলে তিনি লিখতে বসেন। অপরপক্ষে, লেখক নারায়ণ সান্যাল তাঁর কাঁটা সিরিজের প্রথম খণ্ডের 'কৈফিয়ত' অংশেই স্বীকার করে নেন যে কাহিনীর মূল কাঠামো এবং গোয়েন্দাগিরির প্যাঁচগুলি বিভিন্ন ইংরেজি ডিটেকটিভ গল্পের 'হচপচ'। তবে মূলত কাঠামোর ওপর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণের কৃতিত্ব অবশ্যই লেখকের।

চরিত্র সৃজনের দিক থেকে ব্যোমকেশ চরিত্রটি কোনান ডয়েলের শার্লক হোম্‌সের অনুসরণে সৃষ্ট। হোম্‌সের মতোই তীক্ষ্ণ অনুমানক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি। হোম্‌সের মতোই অপরিচিত আগন্তুক সম্পর্কে নির্ভুল অনুমান প্রকাশ করে ব্যোমকেশ। ব্যোমকেশের সহচর অজিতও হোম্‌সের সহকারী ওয়াটসনের অনুরূপ। তবে চরিত্রগুলির মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। অন্যদিকে পি.কে. বাসুর স্রষ্টা নারায়ণ সান্যাল জানিয়েছেন শরদিন্দুবাবুর মতোই তিনিও একটি বিদেশী গোয়েন্দাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন বাংলাসাহিত্যে— চরিত্রটি হল স্ট্যানলি গার্ডেনার সৃষ্ট চরিত্র প্যেরী মেসন, 'বার-অ্যাট-ল'। গার্ডনারের গল্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রহস্যমোচন হয়েছে একেবারে শেষমুহূর্তে, আদালতকক্ষে, ওকালতিপ্যাঁচে। ক্রিমিনাল ল-ইয়ার পি.কে. বাসুও বহুবার এভাবেই রহস্য উন্মোচন করেছেন।

ব্যোমকেশের কীর্তিকাহিনী আমরা জানতে পারি তার বন্ধু অজিতের লেখনীতে। গল্পের মধ্যে সে নিজেও একটি চরিত্র হয়ে থাকে। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। অপরদিকে, বাসুসাহেবের 'কেস'গুলি সমাধানের ক্ষেত্রে 'সুকৌশলী' নামক প্রাইভেট ডিটেকটিভ সেন্টারের দুই পার্টনার কৌশিক ও তার স্ত্রী সুজাতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। অনেক গল্পেই জানা যায় কৌশিক বাসুসাহের আশ্চর্য 'কেস'গুলি গ্রন্থবদ্ধ করে প্রকাশ করে। কিন্তু কাঁটা সিরিজের গল্পগুলি তার জবানীতে প্রকাশ

পায়নি। বরং পি.কে. বাসু, তার স্ত্রী রাণী দেবী, কৌশিক, সুজাতা, বাড়ির পরিচারক, বিশে— সকলেই গল্পের চরিত্র হয়ে থেকেছে। গল্পের কথক হিসেবে স্বয়ং লেখক নিরপেক্ষভাবে গল্প বলে গেছেন।

শরদিন্দুবাবু গল্প লিখেছেন সাধু ভাষায়। চরিত্রগুলি নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় চলিত ভাষায় কথা বলেছে। কিন্তু বিশ শতকের সাতের দশক থেকে লেখা গল্পগুলিতে নারায়ণবাবু স্বাভাবিকভাবেই চলিত ভাষাই ব্যবহার করেছেন।

ব্যোমকেশ সমগ্রের প্রথম গল্প 'সত্যান্বেষী' তে ব্যোমকেশের বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর, শিক্ষিত ভদ্রলোক, গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা, মুখে-চোখে বুদ্ধির ছাপ আছে। পরবর্তী গল্পগুলিতে ক্রমশ তার বিয়ে, সাংসারিক জীবন, মানবিক মুখ— চরিত্রের সব দিকেরই পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে কাঁটা সিরিজের প্রথম গল্প 'সোনার কাঁটা' তে আমরা দেখি সাংসারিক- মানবিক বাসু সাহেবকে। তিনি প্রৌঢ়, একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর পর প্রাইভেট প্র্যাক্টিস ছেড়ে দিয়ে হুইল-চেয়ার নির্ভর স্ত্রীকে সঙ্গ দেন তিনি। ঘটনাচক্রে রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। পরবর্তী গল্পগুলিতে দেখা যায় তিনি আবার প্র্যাক্টিস শুরু করেছেন।

গুরু ব্যোমকেশ ও তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী পি. কে বাসুর মধ্যে নানা মিল-অমিল আছে। বিভিন্ন দিক থেকে দুজনের মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে। তবে একথা বলা যেতে পারে যে অনুজ পি. কে. বাসু, অগ্রজ ব্যোমকেশ বক্সীকে সশ্রদ্ধ স্মরণ করার পর রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে যে অমর কীর্তি স্থাপন করেছন তাতে তিনি পূর্বসূরীর সুনামের প্রতি সুবিচারই করেছেন। পি.কে. বাসুর স্রষ্টা নারায়ণ সান্যাল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে গল্পগুলি সবদিক থেকেই মৌলিক— এমন দাবি তিনি করেন না। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—

> "মাকড়শার জাল তার নিজস্বকীর্তি, মৌমাছির মৌচাক তা নয়। যাঁরা সাহিত্যে মৌলিকতা ভিন্ন রসাস্বাদনে অক্ষম তাঁরা মাকড়শার জাল চর্বণ করতে থাকুন। আমার মধুকর-বৃত্তিতে, অহেতুক বাধাদান করবেন না।"[৭]

সত্যিই বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে তিনি যে মৌচাক তৈরি করেছেন তার মধুতে বাঙালি পাঠক মজে আছেন, আরও বহুদিন থাকবেন।

তথ্যসূত্র

১। সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি; আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ (১৯৮৮), পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪
২। তদেব, পৃ. ২২
৩। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশের ডায়েরী, পি. সি. সরকার এন্ড কোং, প্রথম সংস্করণ (১৩৪০), ভূমিকা অংশ
৪। নারায়ণ সান্যাল, কাঁটায় কাঁটায় (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, নবম সংস্করণ (২০১৯), কৈফিয়ত অংশ
৫। তদেব, কৈফিয়ত অংশ
৬। তদেব, উৎসর্গ পত্র
৭। তদেব, কৈফিয়ত অংশ

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ :

১। অতুল সুর, '৩০০ বছরের কলকাতা : পটভূমি ও ইতিকথা', উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮।

২। অভিজিৎ মজুমদার, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ ১৪১৩।

৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯।

৪। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯।

৫। অশ্রুকুমার সিকদার, 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৪।

৬। আশিসকুমার দে, 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান', সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯২।

৭। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদক), 'পঞ্চাশের দশকের কথাকার', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৮।

৮। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'উপন্যাসে জীবন ও শিল্প', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮।

৯। ক্ষেত্র গুপ্ত, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৯৯৪।

১০। গুণময় মান্না, 'বাংলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক', ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৫।

১১। তপন চট্টোপাধ্যায়, 'লালবাজার : সেকাল ও একাল', গ্রন্থপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ - ২১শে মার্চ, ১৯২৬।

১২। দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'উপন্যাসের কথা', জি.এ.ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮২।

১৩। দেবেশ রায়, 'উপন্যাস নিয়ে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

১৪। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, 'উপন্যাস ভাবনা', উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯২।

১৫। নারায়ণ সান্যাল, 'কাঁটায় কাঁটায়' (১-৬ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, নবম সংস্করণ, ২০১৯

১৬। নিশীথরঞ্জন রায়, 'রথীন মিত্রের শাশ্বত কলকাতা' (দ্বিতীয় পর্ব), প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ১৯৮৮।

১৭। নীরদবরণ হাজরা, 'কলকাতা : ইতিহাসের দিনলিপি' (অখণ্ড সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, এপ্রিল ১৯৯৫।

১৮। পঞ্চানন ঘোষাল, 'অপরাধ বিজ্ঞান', পঞ্চম খণ্ড, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর গ্রন্থসংলেখ – ৩৬৪ প. ঘো. ৫ম খণ্ড।

১৯। বিপ্লব চক্রবর্তী, 'শৈলীচিন্তা চর্চা', রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৩।

২০। বিমলকুমার শীট (সম্পাদক), 'স্রোতের তৃণ', অর্পিতা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ – রথযাত্রা ১৪১৭।

২১। বিশু মুখোপাধ্যায়, 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী', এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স লিমিটেড, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর গ্রন্থসংলেখ – ৩৪৭.৯ বি.মু।

২২। বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মে ১৯৯৭।

২৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (আধুনিক যুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৮৯।

২৪। শক্তিনাথ ঝা, 'সহজ বলিব কায়', বর্ণ পরিচয় প্রা.লি., কলকাতা, ১৪২০।

২৫। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ব্যোমকেশ সমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, ষোড়শ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১২, কলকাতা ০৯

২৬। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ব্যোমকেশের কাহিনী', পি. সি. সরকার এন্ড কোং, অগ্রহায়ণ ১৩৪০।
২৭। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা: লি:, কলকাতা ৭৩, সপ্তম সংস্করণ : ১৯৮৪
২৮। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, 'বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা', গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৯৩।
২৯। সমরেশ মজুমদার, বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮।
৩০। সরোজ দত্ত, 'কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯।
৩১। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাস: দ্বান্দ্বিক দর্পণ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৩।
৩২। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮।
৩৩। সুকুমার সেন, 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন ২০১৫
৩৪। সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৫ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, অষ্টম মুদ্রণ ২০১২
৩৫। হীরেণ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২।

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

১। B. S. Kesavan, 'India's National Library', National Library Publications, 1961.
২। E. M. Forster, 'Aspect of Novel', International Penguin Edition, London, Reprinted, 1970.
৩। Milan Kundera, 'The Art of the Novel', Faber & Faber, London, 1988.
৪। 'Oxford Advanced Learner's Dictionary', Oxford University Press, New 8th edition.
৫। R. A. Gopalswami, 'Census of India, 1951', Vol. 1, Part - II A, The Manager of Publications, 1955.
৬। Sigmund Freud, 'The Psychopathology of Everyday Life', Book no. 5, Shrijee's Book International, First Impression 2003.
৭। Walter Scott, 'The Bride of Lammermoor', Everyman's Library, First Published - 1819, Reprinted - 1973.

সাময়িক পত্র :

১। 'আজকাল', শারদ সংখ্যা, ১৪১৩।
২। 'কোরক', বইমেলা সংখ্যা, ১৯৯৬।
৩। 'ঝড়' সাহিত্যপত্র, বিষয় – মুর্শিদাবাদ, ডিসেম্বর ২০০৭।
৪। 'দেশ', ১৬ আশ্বিন, ১৩৭৭।
৫। 'দেশ', ২৯ বর্ষ, ২০ – ৩২ সংখ্যা, ১৩৬৮ – ৬৯।